দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ AUG 17 2006
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৮

২১

১৩ বছর ধরে জাকসু নেই

দেশের অন্যতম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ জাকসু নির্বাচন নেই প্রায় ১৩ বছর। এ সময়ে নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়া হলেও তা কার্যকর হয়নি। জাকসু না থাকায় ক্যাম্পাসে ছাত্র নেতৃত্ব মন্থর। শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোন আন্দোলনের চরিত্র না থাকায় চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। লোপ পেয়েছে রাজনৈতিক সহাবস্থানও। ঝিমিয়ে পড়েছে ইউনিভার্সিটির সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক বন্ধন। স্বাধীনতার পরপরই গড়ে উঠে জাকসু ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন হিসেবে। জাকসু না হলেও বছর বছর শিক্ষার্থীরা ঐ ফান্ডে ঠিকই টাকা জমা দিয়েছেন। এ সময়ে এ খাতে ঠিক কতো টাকা জমা দিয়েছেন আর সেগুলো গেছেই বা কোন ফান্ডে ঠিক হিসাবটি খোদ প্রশাসনও দিতে পারে না। জাকসুর প্রথম নির্বাচন হয় ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার প্রায় ২ বছর পর। পরবর্তীতে ১৯৭৪, ১৯৭৯, ১৯৮০-৮১, ৮১-৮২, ৯৩ সালে জাকসু নির্বাচন হয় প্রথম সহ-সভাপতি ছাত্রলীগ জাসদের জনাব গোলাম মোরশেদ, সাধারণ সম্পাদক জনাব মোঃ রোকনউদ্দিন (পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেন)। জাকসুর গঠনতন্ত্রে প্রতিটি শিক্ষাবর্ষে একটি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকলেও গত ২৫ বছরে নির্বাচিত হয়েছে মাত্র ৯টি জাকসু।

বিভিন্ন সময় নির্বাচিত জাকসু বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জাকসুর অবদান অনন্য। জাকসুর মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হয়। যার ফলে তারা অনেকেই পেশাগত কর্মজীবনে কিংবা জাতীয় রাজনীতিতে কৃতী ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভুত হন।

কেন এই পরিস্থিতি ঃ

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের নির্বাচন এক বিরাট সমস্যা। ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক দলভুক্তির প্রবণতা এত প্রবল যে নিছক পাঠক্রমের মধ্যে তাদের রাখা সম্ভবপর নয়। বিশেষ করে দেখা যায়, প্রত্যেকবার সরকার সমর্থিত ছাত্রদলের দলের প্রতাপে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিক্ষক, সাধারণ ছাত্রছাত্রী বিবৃতকর অবস্থায় থাকে, কখনো প্রশাসনের উদাসীনতা, শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি-অনীহা এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী। সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ নির্বাচনটাই যেন প্রশ্নবিদ্ধ। গোলাগুলি, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, রাজনীতিবিদদের হাতের পুতুল এখানে ছাত্রনেতারা, কুৎসিতভাবে ব্যবহৃত হয় তারা, নানাভাবে তাদের হাতে অস্ত্রও আসছে। এরশাদ শাসনামলে যে স্থবিরতা দেখা যায়, পরবর্তীতে তিন তিন বার গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ায়ও ছাত্র সংসদ চালু হয়নি।

প্রকাশিত স্মরণিকায়

২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্রাক্তন উপাচার্য সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, (৭২-৭৫) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম যে নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়, সে নির্বাচনে ছাত্রদল গুলি ছুঁড়ে বিশ্রি কাণ্ড করে এবং ব্যালট বাক্স ছিনতাই করে। আমি তখন নির্বাচন বাতিল করে দেই। দ্বিতীয়বারের নির্বাচনটি পুলিশ প্রহরায় অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রদের পারস্পরিক রেষারেষির ফলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি ছাত্র নিহত হয়। এর ফলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ি এবং পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিই।' আরেক উপাচার্য জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (৭৬-৮৪) তার স্মৃতিচারণে বলেছেন 'জাহাঙ্গীরনগরের এ শোভা ও সৌন্দর্য সন্ত্রাসের রাহুমুক্ত হতে পারলো না, এ আমার সবচেয়ে বড়ো দুঃখ।' ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক-অধ্যাপক আতিকুর রহমান যিনি বর্তমানে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক তিনি জানান, 'বর্তমানে নির্বাচিত জাকসু নেই, আর কার্যালয় থাকলেও তা পরিত্যক্ত।'

সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রতিক্রিয়াঃ

কথা হলো আল বেরুণী হলের ছাত্র মোঃ আল হেলালের সাথে। তিনি জানালেন–

'জাকসু কখনো দেখিনি, জাকসু কার্যকর থাকলে কেমন হতো জানিনা, তবে আমার মনে হয় জাকসু কার্যকর হলে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অধিকার রক্ষিত হবে, তাদের পক্ষে কথা বলার কেউ নেই। জাকসুই হবে সেই অভিভাবক।'

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ২য় বর্ষের ছাত্র আমিনুল ইসলাম জানান, 'ছাত্র সংসদ সেই প্রতিষ্ঠান সেখানে দলীয় স্বার্থে ঊর্ধ্বে ছাত্রছাত্রীদের অধিকার।'

ছাত্র সংগঠনের নেতাদের প্রতিক্রিয়াঃ

রবিউল ইসলাম (ছাত্রদল) সাংগঠনিক সম্পাদক

"ছাত্রদের স্বার্থে অবিলম্বে জাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের কোন আপত্তি নেই। যদি জাকসু সক্রিয় হয় তাহলে ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ কমবে।"

"ছাত্র সংগঠনগুলো সবসময় ইতিবাচক ছাত্রলীগ ও অন্যান্য বিরোধী দল আপত্তি জানাবে না।" জানালেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল নাসের জনি।

কিন্তু প্রশাসন এখানে অনিচ্ছুক, অভিযোগ আছে ছাত্রদলের মাঝে ঐক্য নেই। ছাত্র-শিক্ষক সহযোগিতার মনোভাবের অভাব। যেখানে রেজিষ্ট্রার ভবনে সরকারী দলের রাজনৈতিক আদর্শ দেয়ালে অংকিত হয়, ছাত্রলীগের মিছিলে হামলা চালানো হয়। এমনি পরিবেশে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন আশঙ্কাজনক। অন্ততপক্ষে দলীয় প্রচারণা ও কথা বলার সুযোগ দরকার। জাকসুর বাজেট আছে, জাকসু নেই। এ বিষয়গুলোর প্রতি একমত পোষণ করেন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

"ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি অবশ্যই বৈধ প্রতিনিধি, যা ছাত্রকল্যাণের জন্য, ছাত্রদের জন্য দ্বিদলীয় ক্ষমতার টানা পোড়ন সব কিছু একে অকার্যকর করছে। ক্যাম্পাসে এ অনিয়মগুলো মেনে নেয়াও বাধ্য বাধকতা।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রভাষক শাহাব এনাম খান দীর্ঘ সময় ধরে স্কুল অব ইকনোমিক্স, ম্যানচেষ্টার ইউনিভার্সিটির ছাত্র থাকাকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে ছাত্র সংসদের তুলনা করে বলেন, ছাত্র সংসদ সব সময় ছাত্র অধিকার সংশ্লিষ্ট হবে। জাতীয় নীতি বা ইস্যু ভিত্তিক তার রাজনৈতিক দলীয়করণ এসব কিছু পাশ্চাত্যে অনুপস্থিত। শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন– ছাত্রদের মাঝে ঐক্যের সব্যায়ে বড় অভাব।

জাকসু নির্বাচন সম্পর্কে ভিসি অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান জানান–

ছাত্র সংগঠনগুলো দাবী তুলছে না। এ মুহূর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অনুকূলে নেই। জাকসু হোক সেটা আমি চাই। তাহলে আমাদের কারো উপর নির্ভর করতে হবে না। ছাত্রদের দাবী, ছাত্রদের পক্ষে কথা বললে সেটা আমাদের জন্য সুবিধা। আমি ২০০১ এ দায়িত্ব নেয়ার পর এ বিষয়ে ছাত্রদলগুলোর সাথে আলাপ করি। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ এ বিষয়ে ইতিবাচক কথা বললেও ছাত্রলীগের অভিযোগ পরিবেশ–পরিস্থিতি অনুকূলে নয় নির্বাচনের জন্য। ছাত্র সংগঠনগুলো চাইলেই নির্বাচন হবে। তাদের নিজেদের মাঝে সমস্যা প্রবল।

❑ নাতাশা ইশরাত কবির

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস